১৬

ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB. 3 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

মেয়ে ক্যাডেট : কেন এই বৈষম্য ?

শেখার প্রতি, কাজের প্রতি, অন্যের প্রতি ও জীবনের প্রতি যদি একটি সুষ্ঠু ও সঠিক মনোভাব গড়ে না উঠে তবে শিক্ষার্থী কখনো পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। পরিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যবোধ, সংবেদনশীলতার প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এ রকম একটি পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম 'ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর সময়ের প্রয়োজনে আরো আটটি ক্যাডেট কলেজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই নয়টি ক্যাডেট কলেজের প্রত্যেকটি গড়ে উঠেছিল ছেলেদের জন্য— মেয়েরা এ ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। অবশেষে, ছেলেদের এই নয়টি ক্যাডেট কলেজের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো দেশের একমাত্র মহিলা ক্যাডেট কলেজ— 'ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ।'

শুরুর কথা :

স্বাধীনতার আগে ক্যাডেট কলেজগুলোর পাশাপাশি মডেল স্কুল বা আবাসিক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন ছিল তদানিন্তন শিক্ষা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহে মেয়েদের জন্য ১৯৭০ সালে 'রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ফর গার্লস' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীরা কোনো দিনই আবাসিক সুযোগ-সুবিধা পায়নি। অবশেষে বহু বাধা-বিপত্তি পার হয়ে 'ময়মনসিংহ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ফর গার্লস' ১৯৮২ সালের ১ জুলাই 'ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৮৩ সালের ২০ মার্চ এ প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

গার্লস ক্যাডেট কলেজ শিক্ষাঙ্গন :

এই ক্যাডেট কলেজের এক অন্যতম দিক হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে এর সফলতা। প্রতি বছরের বোর্ড পরীক্ষায় এখানকার ক্যাডেটরা সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্থানসহ, গড় ফলাফলে রাখে সফলতার ছাপ।

সাংস্কৃতিক অঙ্গন :

ক্যাডেট কলেজে বাঁশি আর বিউগলের নিয়মনিষ্ঠ বন্ধনে ক্যাডেটদের জীবন আবদ্ধ বলে মনে হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এর সফল। আওয়ারহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনা, জাতীয় টিভি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, কলেজ বার্ষিকী প্রকাশনার মাধ্যমে ক্যাডেটদের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটে।

অবসর :

লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়কে সৃজনশীল পথে নেয়ার লক্ষ্যে কলেজে গড়ে উঠেছে শখ সঙ্ঘ। প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার এবং নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী খেলাধুলার সময়ে ক্যাডেটরা নাচ, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সেলাই, রান্না, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, আলোকচিত্র, চলতি ঘটনা, কলেজ উদ্যান পরিচর্যা, নাটক, কেরাত অনুশীলন করে থাকে। শুধু পড়াশোনাই নয়, জীবন সম্পর্কে ক্যাডেটদের অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য আছে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণীর ক্যাডেটদের জন্য রয়েছে সাত দিনের এক বৈচিত্রময় শিক্ষা সফর।

খেলাধুলা, শরীরচর্চা এবং কুচকাওয়াজ

শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে ক্যাডেটদের বিভিন্ন খেলা যেমন— ভলিবল, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, লন-টেনিস ইত্যাদি ক্যাডটরা অনুশীলন করার সুযোগ পায়।

সামরিক ধাঁচের কুচকাওয়াজে ক্যাডেটদের সক্ষম করে তোলার জন্য

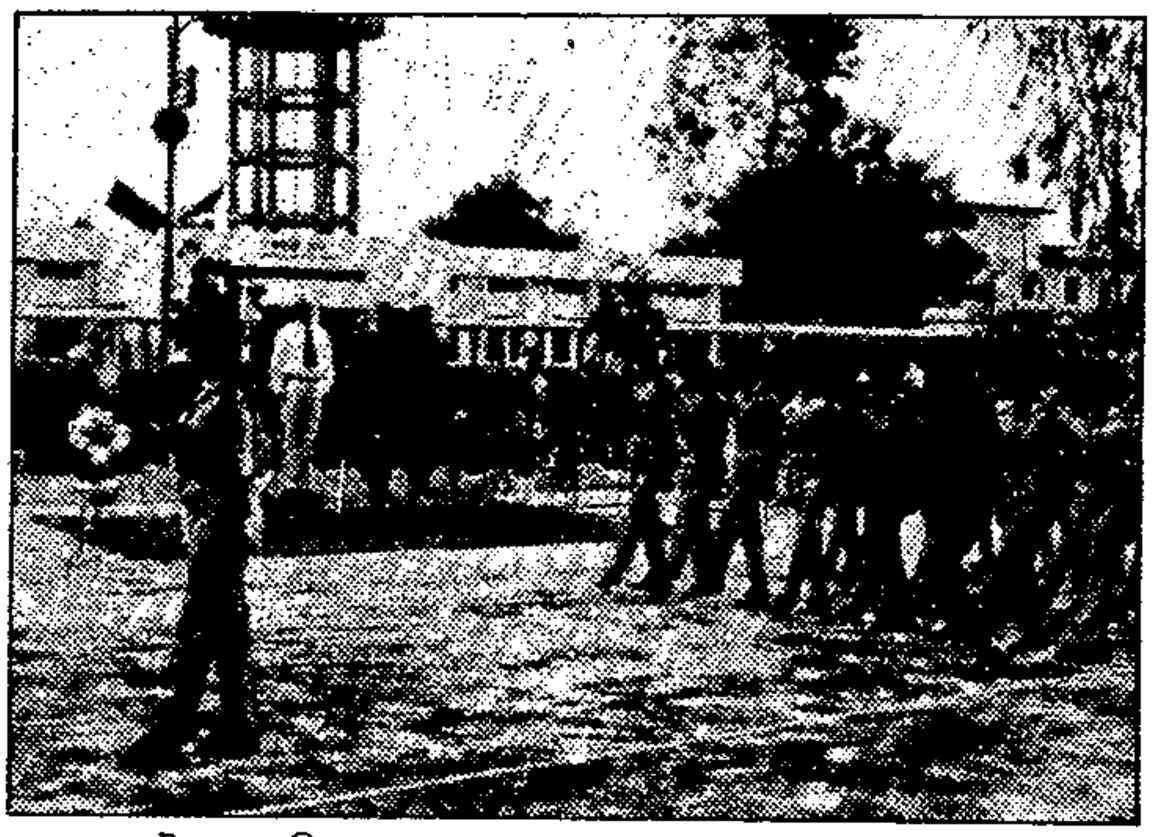

মেয়ে ক্যাডেটদের সামরিক কুচকাওয়াজ

সপ্তম শ্রেণী থেকেই তাদের সামরিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেন।

সামরিক ধাঁচের এই কুচকাওয়াজ অনুশীলন কেন পারছেনা গার্লস ক্যাডেটদের জন্য কোনো ভবিষ্যৎ তৈরি করতে ?

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটরা, ছেলেদের অন্য নয়টি ক্যাডেট কলেজের মতো দীর্ঘ ছয় বছর (সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) সামরিক ধাচের কুচকাওয়াজ এবং শরীর চর্চার কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করে একজন পূর্ণাঙ্গ ক্যাডেট হিসেবে।

কিন্তু ছয় বছরের ক্যাডেট জীবন শেষ হলে একজন ছেলে ক্যাডেট ইচ্ছা করলেই পারছে নিজেদের একজন সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। ছেলে ক্যাডেটদের ক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজে তারা ছয় বছর যে নিয়মিত শরীর চর্চা ও কুচকাওয়াজের অনুশীলন করে, তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় না। এ ধরনের অনুশীলন, পরবর্তী সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ তৈরিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী (BMA) দিয়েছে সেই ভবিষ্যৎ তৈরির সুযোগ।

মেয়ে ক্যাডেটরা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে। তারা ছয় বছর ক্যাডেট কলেজে সামরিক ধাচের কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা করে নিজেদের ক্যাডেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে পারছে না ভবিষ্যতে এ ট্রেনিংকে কাজে লাগাতে। বয়েজ এবং গার্লস ক্যাডেটদের শারীরিক ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের অনুশীলন করানোর পরও কেন এই পার্থক্য? কেন গার্লস ক্যাডেটদের ক্ষেত্রে এই অনুশীলন ক্যাডেট কলেজের ছয় বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে?

যুগ বদলাচ্ছে। নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে যে প্রচলিত বিভাজন ছিল তার পরিসর কমে আসছে। নারীরা যদি অন্য সকল ক্ষেত্রে সফল হতে পারে, সামরিক ক্ষেত্রে তাদের বিচরণ ও সফলতা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আমরা চাই নারীর কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি বাড়ুক— সামরিক ক্ষেত্রে নারী তার সফলতার ছাপ রাখুক। এক্ষেত্রে গার্লস ক্যাডেটরাই পারে ছয় বছরে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সফলতার সঙ্গে কাজে লাগাতে— যদি তাদের এক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।

মেয়েদের জন্য কি এই একটি ক্যাডেট কলেজই যথেষ্ট?

প্রতিবছর লাখ লাখ ছাত্রীর মধ্য থেকে মাত্র ৫৫/৬০ জন পারছে গার্লস ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে। অথচ অনেক বাবা-মাই এখন চান তাদের মেয়েটিকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করাতে।

কিন্তু মেয়েদের জন্য একটি ক্যাডেট কলেজ থাকার কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে না। ছেলেদের জন্য রয়েছে নয়টি ক্যাডেট কলেজ। প্রতিবছর ছেলেদের নয়টি ক্যাডেট কলেজে, মেয়েদের চেয়ে নয় গুণ ছেলে, ভর্তি হতে পারছে।

মেয়েদের প্রয়োজনের তুলনায় একটি ক্যাডেট কলেজ যথেষ্ট নয়। সময়ের প্রয়োজনে গার্লস ক্যাডেট কলেজের স্বল্পতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রয়োজন আরো গার্লস ক্যাডেট কলেজের। এদেশে নারী সমাজের অগ্রগতির আরো একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

❑ জামিলা চৌধুরী মান্না